যশোর বোর্ডে প্রথম কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের সামিউল

২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর শিক্ষা বোর্ডে প্রথম স্থান অর্জন করেছে কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের মেধাবী শিক্ষার্থী সামিউল হক সিমন। ১,২৫০ নম্বরের মধ্যে ১,২২২ নম্বর পেয়ে বোর্ডসেরা হয়েছে সে।

সামিউলের এই সাফল্যে কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে। ফল প্রকাশের পর থেকেই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন শিক্ষক, সহপাঠী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।
শুধু ভালো ফলাফল নয়, সামিউলের সামনে রয়েছে আরও বড় স্বপ্ন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) পড়াশোনা করতে চায় সে। এসএসসির এই ফলাফলকে তাই নিজের স্বপ্ন পূরণের পথে প্রথম বড় অর্জন হিসেবে দেখছে সামিউল।

সামিউলের পারিবারিক পরিবেশও শিক্ষাবান্ধব। তার মা পুষ্টিবিদ শামীমা আহমেদ। তিনি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে চাকরি করছেন। বাবা রকিবুল হক কর্মজীবনে প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি জিল বাংলা সুগার মিলের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জিল বাংলা সুগার মিল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের অধীন প্রতিষ্ঠান।

দুই কর্মজীবী অভিভাবকের সন্তান সামিউলের পড়াশোনার প্রতি বরাবরই পরিবারের বিশেষ নজর ছিল। নিয়মিত পড়াশোনা, অধ্যবসায় এবং পরিবারের উৎসাহ-সহযোগিতাই তার এই সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি বলে জানা গেছে।

এসএসসির ফলাফলে যশোর বোর্ডে প্রথম স্থান অর্জনের পর সামিউলের লক্ষ্য এখন আরও বড়। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ভালোভাবে পড়াশোনা করে বুয়েটে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিতে চায় সে।

কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের এই শিক্ষার্থীর সাফল্যে গর্বিত তার পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তাদের প্রত্যাশা, এসএসসির এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে সামিউল ভবিষ্যতেও কুষ্টিয়ার মুখ উজ্জ্বল করবে।

১,২২২ নম্বরের এই অর্জন তাই সামিউলের কাছে কেবল একটি ফলাফল নয়, বরং বুয়েটের স্বপ্ন পূরণের পথে নতুন যাত্রার সূচনা।

এসএসসিতে মেহেরপুর জেলায় প্রথম ফারহান ফুয়াদ নাফিস

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মেহেরপুর জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে মো: ফারহান ফুয়াদ নাফিস।

নাফিস মেহেরপুরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১ হাজার ২৫০ নম্বরের মধ্যে ১ হাজার ২১৪ নম্বর অর্জন করেছে।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে অসাধারণ ফলাফল করে মেহেরপুর জেলায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে ফারহান ফুয়াদ নাফিস।

ফারহান ফুয়াদ নাফিস মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের বাসিন্দা মো: ফেরদৌস রাব্বীর ছেলে। সে ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী এবং নিয়মিত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছে।

ফারহানের এমন কৃতিত্বে তার পরিবার, শিক্ষক ও সহপাঠীদের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তার এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আশা করছেন শিক্ষকরা।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের এই সাফল্যে পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মেহেরপুর জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে মো: ফারহান ফুয়াদ নাফিস।
নাফিস মেহেরপুরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১ হাজার ২৫০ নম্বরের মধ্যে ১ হাজার ২১৪ নম্বর অর্জন করেছে।
জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায়

মোট ৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে অসাধারণ ফলাফল করে মেহেরপুর জেলায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে ফারহান ফুয়াদ নাফিস।

ফারহান ফুয়াদ নাফিস মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের বাসিন্দা মো: ফেরদৌস রাব্বীর ছেলে। সে ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী এবং নিয়মিত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছে।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের মা নারগিস বানু বলেন, আমার ছেলের ওপর আস্থা ছিলো সে ফলাফল করবে।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের বাবা ফেরদৌস রাব্বী বলেন, আমি আশা করেছিলাম ছেলে ভালো ফলাফল করবে। ছোট থেকেই নিজের ভালো এবং নিজেট মতো পরিশ্রম করেছে তার পরিশ্রম সফল হবে এই প্রত্যাশা ছিলো। আমি তাকে সবসময় বলি সময়ের সৎ ব্যবহার করতে হবে পরিশ্রমী হতে হবে অলস হওয়া যাবে না।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ মোঃ শামসুর রহমান বলেন, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ অংশগ্রহণ করে বিগত বছরের ন্যায় এবারও সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে আমাদের অত্র প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ফারহান ফুহাদ নাফিস। তার সম্পর্কে যদি আমরা কিছু বলি, একজন ভালো ছাত্র হিসেবে যা যা গুণাবলী থাকা দরকার সবগুলোই আমরা লক্ষ্য করেছি। সে নিয়মিত স্কুলে আসতো ক্লাসগুলো নিয়মিত করতো। তার বাসা মুজিবনগরের যতারপুর গ্রামে। সে প্রতিদিন রোদ, বৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে নিয়মিত সে স্কুলে এসে পাঠদান গ্রহণ করতো, শিক্ষকদের প্রত্যেকটা কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করা লেখার ক্ষেত্রে তার অসাধারণ হাতের লেখা পাশাপাশি প্রত্যেকটা কাজে সে মনোযোগ যার ফলশ্রুতিতে জেলায় সর্বোচ্চো নাম্বার পেয়ে কৃতিত্ব ধরে রেখেছে। তার ভিতরে আমরা কখনো উশৃঙ্খলা লক্ষ্য করি নাই।

তিনি আরও বলেন, এই রেজাল্টের পিছনে আমি মনে করি স্কুলের শিক্ষকদের অবদান রয়েছে পাশাপাশি তার পরিশ্রম এবং তার পিতা-মাতার অবদান রয়েছে। এছাড়াও আমি লক্ষ্য করেছি তার বাবা অথবা চাচা তাকে স্কুলে রেখে যাওয়া এবং শিক্ষকদের সাথে সর্বোপরি যোগাযোগ রাখা, আমরা বাসাতে খোঁজ-খবর নিয়েছি সে সব সময় স্কুলে পড়াশোনা থেকে শুরু করে সামগ্রিক কাজ নিজ দায়িত্বে করতো, আমি প্রত্যাশা করি তার যে পড়াশোনার মনোভাব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে এর ফলে সে

একজন সফল মানুষ হিসেবে পরিগণিত হবে এর পাশাপাশি আমি আমার বর্তমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ফারহান ফুয়াদ নাফিস সে নিজেকে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাকে অনুসরণ করে ভবিষ্যতে যারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের নাফিসের কাছ থেকে অনুকরণ করার অনেক বিষয় রয়েছে ধারাবাহিকভাবে সেগুলো গ্রহণ করবে এবং নাফিসের মত ধারাবাহিক রেজাল্ট করবে এবং জিনিয়াসের মুখ উজ্জ্বল করবে,সর্বোপরি নাফিসের এই ফলাফলে আমরা খুবই খুশি।

ফারহানের এমন কৃতিত্বে তার পরিবার, শিক্ষক ও সহপাঠীদের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তার এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আশা করছেন শিক্ষকরা।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের এই সাফল্যে পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

দামুড়হুদায় মৌসুমের প্রথম ঝড়ে লণ্ডভণ্ড কৃষকের ক্ষেত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় আকস্মিক ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন হাউলি ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কৃষকরা।

গত রোববার রাত ৯টার দিকে শুরু হওয়া এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভুট্টা, কলা ও পেঁপে বাগান। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন স্থানীয় চাষিরা। উপজেলা কৃষি অফিস বলছে, মাঠপর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে কাজ করছেন তারা।

কৃষকরা জানান, রোববার রাত ৯টার দিকে হঠাৎ করেই চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ওপর দিয়ে বয়ে যায় আকস্মিক ঝড়। মাত্র কয়েক মিনিটের ঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মাঠের পর মাঠের ফসল। অন্ধকার রাতে প্রকৃতির এই রুদ্ররূপে প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও, কৃষকের ঘাম ঝরানো শ্রমে গড়ে তোলা বাগান ও ফসলের ক্ষেত মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। দিনের আলো ফুটতেই বেরিয়ে আসে

ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন। কৃষকরা বলছেন, ফসল ঘরে তোলার ঠিক আগ মুহূর্তে এই দুর্যোগ তাদের পথে বসিয়ে দিয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, এই ঝড়ে ১০ হেক্টর জমির পেঁপে বাগান, ১২ হেক্টর জমির কলা বাগান, ৩ হেক্টর জমির গম এবং ২৫ হেক্টর জমির ভুট্টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক বাগান ও ক্ষেতের একটি গাছও অক্ষত নেই।

তিনি আরও জানান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে কৃষকদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন কৃষি বিভাগের মাঠকর্মীরা। তবে ক্ষয়ক্ষতির চূড়ান্ত আর্থিক অঙ্ক নির্ধারণে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

প্রকৃতির এই তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা এখন সরকারি আর্থিক সহায়তার আশায় প্রহর গুনছেন।

আলমডাঙ্গার রুশদান ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে আঞ্চলিক পর্বে প্রথম

আলমডাঙ্গার বিশিষ্ট কবি লেখক ও হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি অধ্যাপক আসিফ জাহানের ছোট ছেলে রুশদান বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে আঞ্চলিক পর্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

গতকাল কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় আলমডাঙ্গা একাডেমির ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র মাহবীর হাসান রুশদান এ-গ্রুপে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে।

পুরস্কার প্রদান পুর্বক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও আহবায়ক বাংলাদেশ ফিজিক্স অলেম্পিয়াড আঞ্চলিক কমিটি সহযোগী অধ্যাপক প্রফেসর লাল মোহাম্মদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোল্লা মোহাম্মদ রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ড, মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ফিজিক্স অলেম্পিয়াড কমিটি ফয়েজ আহাম্মদ জাহাঙ্গীর মাসুদ। আয়োজনে বাংলাদেশ ফিজিক্স অলেম্পিয়াড।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি অধ্যাপক আসিফ জাহান তার সন্তানের সাফল্যে সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

মাহবীর হাসান রুশদানের সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন, আলমডাঙ্গা একাডেমির মহাপরিচালক আব্দুল হাই, অধ্যক্ষ এনামুল হক, আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার, সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সাধারন সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরি, কবি সিদ্দিকুর রহমান, গাঙচিলের সভাপতি কবি জামিরুল ইসলাম প্রমুখ।

ঝিনাইদহে ২আগস্ট পর্দা উঠছে রেডিয়েন্ট প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের

আগামী ২আগস্ট ঝিনাইদহে পর্দা উঠছে রেডিয়েন্ট প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয়, বাফুফের সহযোগিতায় জেলার বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে আগামী ২আগস্ট থেকে ফুটবল লীগ শুরু হবে। এবারের লীগে জেলার বিভিন্ন উপজেলার ১০টি ফুটবল একাডেমি অংশ নিবে। ২৯ বা ৩০ আগস্ট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হবার কথা রয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, ফুটবলের সৌন্দর্য ও খেলোয়াড়দের প্রতিভা তুলে ধরতে এবারের আয়োজন হবে আরও আকর্ষণীয় ও

সুশৃঙ্খল।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, জেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক প্রভাষক এম আক্তার মুকুল, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি আহসানুজ্জামান ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম সংগ্রাম, নির্বাহী সদস্য নুরুদ্দিন পিকু, এ কে এম রেজাউল হাকিম পিকুল, হাসানুজ্জামান খোকো সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মাঝে জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জার্সি ও ফুটবল বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে সাংবাদিক কন্যা বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ রচনা প্রতিযোগীতায় প্রথম

মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার গ-গ্রুপ রচনা প্রতিযোগীতায় সাংবাদিক কন্যা তাসনিম রহমান তাসিন প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সে মেহেরপুরের সাংবাদিক ডিএম মুকিদের কন্যা ও মেহেরপুর ছহিউদ্দীন ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান

শিক্ষক মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী তানজিমা তাসনিম মোহনা।

বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।